**“চাল রপ্তানির আগে আরকেবার ভাবুন” শীর্ষক দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর বিএআরসি’র মতামত**

উল্লেখিত শিরোনামে গত ১৫ মে, ২০১৯ খ্রি: দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর কাউন্সিলের মতামত নিম্নরুপ:

(১) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিদেশে চাল রপ্তানির চিন্তা ভাবনার কথা বলার পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতার কথা তথা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

(২) প্রতিবেদনে ২০১৮ সালে দেশে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টন ধান, ৩০ লক্ষ টন ভুট্রা, ১৫ লক্ষ টন গমসহ ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টন ধান নয় চাল উৎপাদিত হয়েছে। ভুট্রা ও গম উৎপাদিত হয়েছে যথাক্রমে ৩৮.৯৩ ও ১১.৫৩ লক্ষ টন (বাংলাদশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮)।

(৩) প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাজারে সীমিত পরিসরে চাল রপ্তানি না করেও বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে চালের আভ্যন্তরীন বাজারে ভারসাম্যবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব যা সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে। চাল আমদানি শুল্ক বাড়ানো ও সরকার কর্তৃক সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে ধান ক্রয়ের ফলে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসা শুরু হয়েছে। এ পদক্ষেপ পূর্ণ ভারসাম্যবস্থা না আসা পর্যন্ত অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

(৪) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের পরিসর বৃদ্ধি করে সরকারি গুদাম একদিকে খালি করে সাথে সাথে ধান ও চাল সংগ্রহের মাধ্যমে খাদ্য গুদামগুলো পরিপূর্ণ করা যেতে পারে।

(৫) করকার কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্যশস্য (চাল ও আটা) টিসিবি’র মাধ্যমে সারা বছর দেশ ব্যাপী চালু রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।